Evolution of Human Society
মানব সমাজের ক্রমবিবর্তন

সমাজবদ্ধ মানুষের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য হল তার সংস্কৃতি. এই সংস্কৃতির বিকাশের সাথে মানব সমাজের বিবর্তন ঘটতে থাকে. মানব সমাজের এই বিবর্তন লক্ষ্য করলে আমরা কতগুলি বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাবো—

① সমাজব্যবস্থা ধীরে ধীরে সরল থেকে জটিলের দিকে যাচ্ছে,
② সমজাতীয় সমাজ থেকে বিষমতা বিশিষ্ট সমাজ,
③ ধারাবাহিক ভাবে এবং ধীরগতিতে এই সামাজিক বিবর্তন ঘটছে,
④ সামাজিক পদ্ধতির ক্রম পর্যায়িক পরিবর্তন ঘটছে,
⑤ ক্ষুদ্র সমাজব্যবস্থা থেকে বৃহদাকার সমাজ ব্যবস্থার বিবর্তন ঘটছে,
⑥ বিভিন্ন সামাজিক পরিবেশে মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে অভিযোজনের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে,
⑦ মানব সমাজের ক্রম বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়গুলির উন্নতি বা অবনতি নির্ভর করে মানুষের ও প্রযুক্তি কতটা উন্নত বা অনুন্নত তার উপর.

মানব সমাজের ক্রমবিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়গুলি নীচে আলোচনা করা হলো—

Ⓐ Hunting and Gathering
(শিকার এবং সংগ্রহ)

মানব সভ্যতার আদিপর্বে, পুরাতন প্রস্তরযুগে মানুষ যখন একবন থেকে অন্য বনে ফলমূল সংগ্রহ করতো বা পশু-পাখি, মাছ শিকার করতো তখন মানুষ ছিল যাযাবর. তার জীবন ছিল পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত ও প্রাকৃতিক, তবে এই যাযাবর জীবনেও যৌথ প্রচেষ্টা এবং সাম্যের ভিত্তি অনুসরণ করা হতো, কারণ যে খাবার তারা সংগ্রহ করতো, তা সবার মধ্যে ভাগ করে নেওয়া হতো. যেহেতু মানুষ তখন সঞ্চয় করার প্রয়োজন অনুভব করেনি, তাই ব্যক্তিগত সম্পত্তির দাবি বা অধিকার তৎকালীন সমাজে ছিল না, এর ফলে ব্যক্তির কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সমাজ স্বীকার করতো না, গোষ্ঠীভুক্ত প্রতিটি মানুষের সুরক্ষা ও সমান অধিকার সমাজে স্বীকৃত ছিল. এছাড়া সমাজে প্রবীনরা তাদের অভিজ্ঞতার জন্য বিশেষ মর্যাদা পেত. গোষ্ঠীপরিচালনার ক্ষেত্রে প্রবীনরা ও সবলরা নেতৃত্ব দিতো,

এইভাবে আহরনভিত্তিক সমাজে মানুষেরা সাংস্কৃতিক ভূ-দৃশ্য (Cultural landscape) গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়.

Primitive Collectors (আদিকালীন সংগ্রহকারী):—

সভ্যতার উষালগ্নে মানুষ পার্থিব চাহিদা পূরণের জন্য কিছু আদিম বৃত্তি বা পেশা অবলম্বন করতো. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি হওয়া সত্ত্বেও কিছু অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে এই পেশা এখনও দেখা যায়, এদের আদিকালীন সংগ্রহকারী বলে.

⇒ Occupation:

① বনজ ফলমূল সংগ্রহ (Gathering)
② বন্য জন্তু শিকার (Hunting)
③ সমুদ্র ও জলাশয় থেকে মৎস্য শিকার (Fishing)

এইরূপ আদিকালীন সংগ্রহকারীর জীবনযাপন উ: আমেরিকা ও এশিয়ার উত্তরপ্রান্তে মেরুপ্রদেশের তুন্দ্রা অঞ্চলে আজও দেখতে পাওয়া যায়, তুন্দ্রা অঞ্চল ছাড়া উত্তর মেক্সিকো এবং কঙ্গো ও আমাজন অববাহিকার স্থানে স্থানে, দ: প: আফ্রিকা, বেলুচিস্তানের

Scanned with CamScanner

সীমান্তে, অস্ট্রেলিয়ার মধ্যভাগের কোনো কোনো অংশ, দারতের আন্দামান নিকোবর দীপপুঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে আদিবাসীদের মধ্যে এরূপ জীবনযাপন প্রনালী লক্ষ্য করা যায়.

আমাজন অববাহিকার বিভিন্ন উপজাতির জীবিকা:-

উপজাতির নাম	জীবিকা
নামবিকুয়ারা, ফ্যাকিগোন	শিকার ও ফলমূল সংগ্রহ
মুরা, মুয়াত	মাছ, কুমির ও জলজ প্রানী শিকার
সেরিঙ্গুইরস	রবার গাছ থেকে আঠা সংগ্রহ
টুকেরো, সিরিবো	যাযাবরী পশুশিকার ও ফলমূল সংগ্রহ

কঙ্গো অববাহিকার বিভিন্ন উপজাতির জীবিকা:-

উপজাতি	জীবিকা
পিগমি	ফলমূল, মধু, ডিম, পাখির সংগ্রহ, শিকার ও কৃষিকাজ,
বান্টু	স্থানান্তর ও ব্যাপক কৃষি, ছাগল ও মুরগী পালন, মাছ ও কচ্ছপ শিকার, মদ বিক্রি ইত্যাদি,

অন্যান্য কিছু অঞ্চলের আদিকালীন সংগ্রহকারীর জীবিকা:-

⇒ ইন্দোনেশিয়ার সেমাংগেন অধিবাসীরা জঙ্গলের ফাঁদ, বিষাক্ত তীর ধনুক ও বর্শা দিয়ে ছোটো পশু ও পাখি শিকার করে থাকে,

⇒ তুন্দ্রা অঞ্চলের এস্কিমোগন মাংস ও মৎস্যাদি ভক্ষন করে, গ্রীষ্মে ভ্রমনকালে ফলমূল ও যথাসম্ভব সংগ্রহ করে রাখে,

⇒ কালাহারি মরুভূমির বুশম্যানরা বিভিন্ন বন্যপ্রানী শিকার, যেমন-বলগা হরিন, সামুদ্রিক প্রানী, মৎস্য, বাইসন ইত্যাদি শিকার করে থাকে,

> **মনে রাখো:-** Food gathering Economy বা খাদ্য সংগ্রাহক অর্থনীতি:-
> আদিকালীন সংগ্রহকারীর যে অর্থনীতি তাই হল খাদ্যসংগ্রাহক অর্থনীতি, এটি একটি প্রাচীন এবং স্বয়ংসম্পূর্ন অর্থনীতি।

ⓑ Pastoral Nomadism
(যাযাবরী পশুপালন)

পশুপালক সমাজ কী?

আহরনভিত্তিক সমাজের পর পশুপালক সমাজের উদ্ভব হয়, বন্যপ্রানীকে পোষ মানানো এবং পোষা জীবজন্তু থেকে দুধ, মাংস, পশম, চামড়া সংগ্রহ করে এই পর্বে মানুষ জীবনধারন করতো, বন্যপ্রানীকে পোষ মানানোর আলোচ্য প্রক্রিয়াকে Domestication of animal বলা হয়, এই পর্যায়েও মানুষ ছিল যাযাবর, তবে আগের পর্বে মানুষ শুধু খাদ্যের সন্ধানে একজায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়াতো, কিন্তু এই পর্যায়ে পালিত পশুর চারনভূমির সন্ধানে মানুষকে একজায়গা থেকে অন্য তৃনভূমিতে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে

সমাজের উদ্ভবের ইতিহাস খুঁজলে দেখা যায় ওই পর্বে মানুষ ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা সম্পদের অধিকার সমাজের কাছে দাবী করেছে, সমাজও ওই দাবী স্বীকার করে নেওয়ার ফলে পরিবারের মধ্যে সম্পত্তি ও সম্পদের বিনিময় শুরু হয়েছে, এক গোষ্ঠীর সাথে অন্য গোষ্ঠীর সম্পদ বিনিময় চালু হয়েছে, সুতরাং সামাজিক বৈষম্য এবং শোষণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি পশুপালক সমাজে ধীরে ধীরে প্রবেশ করতে শুরু করেছে,

যাযাবরী পশুপালক কারা?

ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় তৃণভূমিতে এবং মরু তৃণভূমিতে যারা যাযাবরী প্রথায় পশুর পাল নিয়ে স্থান থেকে স্থানান্তরে চলাচল করে তাদের যাযাবরী পশুপালক বলে,

পশুপালক যাযাবরবৃত্তি সম্পর্কে আরো কিছু জানো:-

ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলের বিস্তীর্ণ তৃণক্ষেত্র এবং মেরুবৃত্ত প্রদেশের তৃণভূমিতে পশুর দল নিয়ে যাযাবর গোষ্ঠী দেখতে পাওয়া যায় যেখানে সেই স্থানে যতদিন পর্যন্ত তৃণ ও জল নিঃশেষিত না হয় ততদিন পর্যন্ত তারা অবস্থান করেন, ওই স্থানে তৃণ ও জল ফুরালে নতুন তৃণক্ষেত্র ও জলের উৎস সন্ধানে গমন করেন, পশুগুলির মধ্যে ছাগল ও ভেড়াই প্রধান, তবে মধ্য এশিয়ার উঁচু মালভূমিতে চমরীগাই (Yak), মরুভূমিতে উট, মেরুপ্রদেশে বলগা হরিণ প্রতিপালিত হয়,

জেনে রাখো:- Transhumance:-
পশুপালক যাযাবরদের ঋতুভিত্তিক পরিব্রাজনকে Transhumance বা ঋতুনিয়ন্ত্রিত যাযাবর বৃত্তি বলে,
পার্বত্য অঞ্চলে এই বিশেষ যাযাবরবৃত্তি দেখা যায়, এখানে পশুপালক যাযাবরদের অনুভূমিক স্থানান্তরের পরিবর্তে উলম্ব স্থানান্তর ঘটে, অর্থাৎ শীতকালে পর্বতের উঁচু অঞ্চলে বরফে ঢাকা পড়ে যায় বলে পশুপালকগণ পশুর পাল নিয়ে পর্বতের নীচু অংশে নেমে যান, বসন্তকালে বরফ গলতে শুরু করলে পুনরায় তারা পর্বতের উঁচু অংশে তৃণের সন্ধানে উঠে যান,

এক অবস্থান থেকে অন্য অবস্থানে ঘুরে বেড়ানোর জন্য সকল যাযাবরদের সঙ্গে জিনিসপত্র বিশেষ কিছু থাকে না, তারা তাঁবুতে বাস করেন এবং তাঁবু গুটিয়ে একস্থান থেকে অন্যস্থানে চলে যায়, পশুজাত খাদ্য যেমন- দুধ, পনীর, মাখন প্রভৃতি তাদের খাদ্য হলেও কখন কখনও মাংস খায়, কারণ পশুর দলই তাদের প্রধান সম্পদ, দুগ্ধজাত দ্রব্য এবং পশমের পরিবর্তে পশুপালকগণ কিছু কিছু খাদ্যশস্য, পানীয় ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রতিবেশী অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করে,

কিছু পশুপালক যাযাবরগণ:-

\# আরবের — বেদুইন
\# রাশিয়ার স্টেপ অঞ্চল — কিরঘিজ
\# পূর্ব আফ্রিকার সাভানা তৃণাঞ্চলের — মাসাই,
\# কেনিয়ার উত্তরাঞ্চলে — কিকুয়ু,
\# মেক্সিকোর তৃণাঞ্চলের — নাভাহো
\# ভারতের কাশ্মীর হিমালয়ের - গুজ্জর

জেনে রাখো:- Crude Forms of Activity (অশোধিত কাজকর্ম)
এটি হলো সেইধরনের কাজকর্ম যা প্রকৃতির সাথে সরাসরি যুক্ত এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ভান্ডারের কোনোরকম পরিবর্তন না ঘটিয়ে প্রত্যক্ষভাবে সম্পদ আহরণ করে, সকল ধরনের প্রাচীন জীবিকাসত্তাভিত্তিক অর্থনীতিই এই অশোধিত কাজকর্মের অন্তর্গত,
এগুলি হল —(i) খাদ্যসংগ্রাহক অর্থনীতি এবং (ii) পশুপালক যাযাবরবৃত্তি

পশুপালন বৃত্তির বৈশিষ্ট্য:-

(i) পশুচারণ স্থায়ী বা অস্থায়ী প্রকৃতির,
(ii) ভ্রাম্যমান পশুপালকগণ তৃণ ও জলের সন্ধানে ঘুরে বেড়ান,
(iii) পশুপালক যাযাবরবৃত্তি অনেক অঞ্চলে 'ঋতু নিয়ন্ত্রিত',
(iv) ভ্রাম্যমান পশুপালক বৃত্তিতে সাময়িকভাবে অনুভূমিক ও উলম্ব পরিব্রাজন ঘটতে দেখা যায়,
(v) পশুজাত দ্রব্যই প্রধান উৎপাদন,
(vi) খাদ্য উপাদানের মধ্যেও পশুজাত দ্রব্যই প্রধান,
(vii) স্থায়ী অধিবাসীদের সাথে পশুজাত দ্রব্যের বিনিময়ে অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে,
(viii) অধিকন্তু স্থায়ী গৃহে বাস করলেও কোনো কোনো ভ্রাম্যমান পশুপালকের একটি স্থায়ী ঠিকানা থাকে,

Scanned with CamScanner

© Agrarian Society
(কৃষিভিত্তিক সমাজ)

গাছপালাকে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করার চেতনা যেদিন মানুষ লাভ করেছে সেদিন থেকে উদ্ভিদজগতের গার্হস্থ্যকরন (domestication of plant) প্রক্রিয়াও শুরু হয়, বস্তুত উদ্ভিদজগতকে নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী নিজের সুবিধামতো ব্যবহার করা এবং নিজের চাহিদা অনুযায়ী বীজ থেকে শস্য উৎপাদনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মানুষ কৃষিকাজ শিখেছে, ফলে খাদ্য সংগ্রাহকের ভূমিকা থেকে মানুষ খাদ্য উৎপাদকে পরিনত হয়েছে,

এখানে উল্লেখ করা যায় যে কৃষিকাজ শুরু করার ফলে মানুষ যাযাবর জীবন পরিত্যাগ করে নিজের প্রয়োজনমতো স্থায়ীভাবে বসবাস করা শুরু করেছে, এর ফলে গ্রামীন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে প্রথমদিকে এই গ্রামীন সমাজ মাতৃতান্ত্রিক ছিল, পরে অবশ্য সামাজিক প্রয়োজনে সমাজের উপর পুরুষের শাসন প্রাধান্য হয় এবং পিতৃতান্ত্রিক কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠে. এখানে আরও বলা দরকার যে যেহেতু সামাজিক বৈষম্য ও ভোগলালসার জন্ম হয়েছিল পূর্ববর্তী পশুপালক সমাজে, তাই কৃষিভিত্তিক গ্রামীন সমাজে ব্যক্তিগত ভোগ এবং ধনের বৈষম্য আরও প্রকট হয়ে উঠে.

জেনে রাখো :— কৃষিভিত্তিক সমাজের বৈশিষ্ট্য :—
(i) কৃষিকাজ এই সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য
(ii) গ্রামীন সম্প্রদায় ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়,
(iii) কৃষি সমাজে জমির মালিকানা বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে,
(iv) এই সমাজে পরিবার একটি আর্থিক একক হিসাবে কাজ করে,
(v) এই সমাজে অবিরল শ্রমবিভাজন লক্ষনীয়,
(vi) জীবনযাপনে সরলতা ও একরূপতা লক্ষনীয়.

কৃষিকাজ মূলত একটি সংগঠিত অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া, এই কাজ শুধু জমি থাকলেই চলে না. লাঙল তৈরীর জন্য কামার বা হাল তৈরীর জন্য ছুতোর দরকার হয়, তাই কৃষিকে কেন্দ্র করে একাধিক পেশা বা উপজীবিকা গড়ে উঠা শুরু হয়, এর ফলে সমাজে শ্রমবিভাজন (division of labour) সৃষ্টি হয়েছে, অন্যদিকে এই নানা ধরনের পেশায় নিযুক্ত মানুষেরা কাজের সুবিধার জন্য একই জায়গায় বসবাস শুরু করার ফলে গ্রামীন জনবসতির মধ্যে পেশাভিত্তিক পাড়া বা এলাকার সৃষ্টি হয়, যেমন— ছুতোর পাড়া, কামার পাড়া ইত্যাদি.

কৃষিকে কেন্দ্র করে পেশার বিভাজন সমাজে বর্ণাশ্রম বা শ্রেনী অর্থাৎ clan গড়ে তুলেছে সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করেন.

মানুষের আর্থসামাজিক প্রক্রিয়ার উদ্ভবে এই পর্বের শুরুতে বিনিময় বা barter প্রথার চল ছিল. পরে মুদ্রা ব্যবস্থা চালু হবার ফলে বিনিময় প্রথা অবলুপ্ত হয় এবং মুদ্রাভিত্তিক ব্যবস্থা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে.

জেনে রাখো: কৃষিভিত্তিক সমাজের আদি উৎপত্তি
কৃষিকাজের নবলব্ধ জ্ঞান বিশ্বের যেসব অঞ্চলে মানুষকে সর্বপ্রথম স্থায়ী বসতি এবং প্রাথমিক অর্থনীতির সন্ধান দিয়েছে, সেগুলি হল —
টাইগ্রিস নদী অববাহিকার কৃষিশিল্প পাহাড় সংলগ্ন এলাকা,
জর্ডন উপত্যকার জেরিকো মরুদ্যান,
কাস্পিয়ান সাগরের উপকূলবর্তী বেল্ট এবং হটকেভ অঞ্চল,
ইউফ্রেটিস নদীর নিম্ন অববাহিকা,
মিশরে নীলনদের নিম্ন অববাহিকা,
বেলুচিস্তান ও সিন্ধু উপত্যকা অঞ্চল,
প: ভূমধ্যসাগরে ক্রীট এলাকা ইত্যাদি.

☑ Classification of Agrarian Society (কৃষিসমাজের শ্রেনীবিভাগ)

পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই কৃষি মুখ্য অর্থনৈতিক উৎপাদন ব্যবস্থা, কৃষিকাজ যেমন সমাজ জীবনকে প্রভাবিত করে তেমনি সমাজের রীতিনীতি বৈশিষ্ট্য কৃষিকাজেও প্রভাব বিস্তার করে. নিম্নে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থায় যে সকল কৃষিব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তার একটি শ্রেনীবিভাগ দেওয়া হল —

(A) উপজাতি সমাজব্যবস্থা (Tribal Societies) :—
① সংগ্রহ, শিকার এবং মৎস্য সংগ্রহ (Gathering, hunting and Fishing)
② বলগা হরিন পালন (Reindeer Herding);
③ স্থানান্তর কৃষি (Shifting cultivation);
④ প্রাচীন স্থায়ী চাষপ্রথা (Tillage of permanent fields);
⑤ গো পালন (Cattle herding)

Scanned with CamScanner

ⓑ প্রথাগত সমাজব্যবস্থা (Traditional Society)

① লাঙল ও হস্তচালিত যন্ত্র দিয়ে নিবিড় কৃষি (Intensive cultivation with plough or hand tools)

② ব্যাপক জীবিকাসত্তাভিত্তিক কৃষি (Extensive plough cultivation, Supplementary large Livestock)

③ যাযাবরী পশুপালন (Nomadic Herdings)

ⓒ আধুনিক সমাজব্যবস্থা (Modern Soci

① পশুপালনসহ মিশ্র কৃষি (Mixed farming with animal Herdings):

② ডেইরি কৃষি (Dairy Farming)

③ শস্য খামার (Crop Farming)

- ⓐ ভূ-মধ্যসাগরীয় কৃষি (Mediterranean agriculture)
- ⓑ উদ্যান কৃষি (Horticulture)
- ⓒ দানাশস্য খামার (Grain farmes)
- ⓓ তুলাচাষের খামার (Cotton farming)

④ বাণিজ্যিক পশুচারণ (Commercial livestock Ranching)

⑤ বাগিচা কৃষি (Plantation Agriculture)

- ⓐ পানীয় ফসল চাষ (Beverage crop cultivation)
- ⓑ ফল বাগিচা (Fruit gardens)
- ⓒ শিল্পের কাঁচামাল (পানীয় ও ফলছাড়া) (Industrial Crop cultivation except beverage and fruits crops)

⑥ কাঁচঘরে চাষ (Green house cultivation)

⑦ কৃষি বনসৃজন (Agro-Forestry)

- ⓐ সিলভিকালচার (Silviculture)
- ⓑ আরবরি কালচার (Arbori culture)
- ⓒ শক্তি-বাগান (Energy plantation)
- ⓓ অন্যান্য কৃষি বনসৃজন (other agro-Forestry)

4| প্রধান দুই প্রকার কৃষিকাজ — জীবিকাসত্তাভিত্তিক ও বাণিজ্যিক:—

① জীবিকাসত্তাভিত্তিক কৃষি (Subsistence Farming):—

জীবিকাসত্তাভিত্তিক কৃষিব্যবস্থায় মূলত জীবনধারণের প্রয়োজনে খাদ্য উৎপাদন করা হয়, এটি হল একধরনের প্রাচীন বা আদিম কৃষিকাজ, এশিয়ার অত্যন্ত জনবহুল দক্ষিণ, দ: পূর্ব এবং পূর্বভাগে জীবিকাসত্তাভিত্তিক কৃষির প্রচলন বেশি, এই কৃষির বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নে বর্ণিত হল ——

প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য:—

(i) এক্ষেত্রে গড় উষ্ণতা 20°–30°C প্রয়োজন হয়,
(ii) বার্ষিক মোট বৃষ্টিপাত 150 সেমির বেশি,
(iii) উর্বর পলি বা কাদাযুক্ত দোআঁশ মৃত্তিকার উপস্থিতি, এবং
(iv) নদীগঠিত সমভূমি বা সমতল নিম্নভূমি অঞ্চলে মূলত এই ধরনের কৃষিকাজ হয়ে থাকে,

অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য:

(i) চাহিদার তুলনায় মাথাপিছু জমির পরিমাণ কম,
(ii) কৃষিজমি ছোটো এবং বিক্ষিপ্ত প্রকৃতির,
(iii) কৃষিশ্রমিক সহজলভ্য, সুলভ ও মজুরী কম,
(iv) কৃষিক্ষেত্রে ছদ্ম বেকারত্ব দেখা যায়,
(v) পুরোনো কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার, কৃষিক্ষেত্রে আধুনিকতার অভাব,
(vi) কৃষিপণ্যের উৎপাদন ব্যয় বেশি ও মাথাপিছু উৎপাদন কম,
(vii) কৃষিতে আশানুরূপভাবে ফলনলাভ কারণ প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর বেশিমাত্রায় নির্ভরশীল,
(viii) প্রধান শস্য ধান যা মূলত নিজের চাহিদা পূরণের জন্যই চাষ হয়, বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে নয়,
(ix) ধান ছাড়াও বর্তমানে বহুফসলি কৃষি উৎপাদন করার প্রবর্তিত হয়েছে,

Scanned with CamScanner

সামাজিক বৈশিষ্ট্য :—

(i) এই ধরনের কৃষিকাজকে নির্ভর করেই পৃথিবীর সুপ্রাচীন সভ্যতাগুলি গড়ে উঠেছিল,

(ii) জীবিকাসত্তাভিত্তিক কৃষি মূলত উন্নয়নশীল দেশগুলিতে দেখা যায়,

(iii) খরা ও বন্যার কারনে শস্যহানি বা উৎপাদন কম হলে বহু মানুষকে দুর্ভিক্ষ বা অনাহারের কবলে পড়তে হয়, কারন এই কৃষিব্যবস্থা মূলত জনবহুল দেশগুলিতেই গড়ে উঠেছে,

(iv) কৃষিক্ষেত্রে শস্য বোনা বা কাটার সময়ে নবান্ন, বিহু বা পোঙ্গল এর মতো নানান ধর্মীয় আচরনগুলি এবং কুসংস্কার পালন করা হয়,

② বানিজ্যিক কৃষি (Commercial Agriculture):

বানিজ্যিক কৃষিব্যবস্থায় কৃষিজমির পরিমান বিশাল হয় এবং শিল্পোন্নত দেশসমূহের বিরল জনসংখ্যা সম্বলিত অঞ্চলগুলিতে এর প্রাধান্য দেখা যায়, মূলত রপ্তানী বানিজ্য নির্ভর এই কৃষিব্যবস্থায় প্রচুর বিনিয়োগ নির্ভরশীল এবং আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে, প্রধানত নাতিশীতোষ্ণ ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলের দেশগুলোতে বানিজ্যিক কৃষির প্রচলন বেশী, এই কৃষির বৈশিষ্ট্যগুলোকে তিনভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যায়,

প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য :—

(i) বার্ষিক গড় উষ্ণতা 10°-20°C,

(ii) বার্ষিক মোট বৃষ্টিপাত 50 cm.—100 cm.

(iii) উর্বর চের্নোজম মৃত্তিকা বা জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ

(iv) খুব কম ঢালযুক্ত সুবিস্তৃন সমতলভূমিতে বানিজ্যিক কৃষিব্যবস্থা গড়ে উঠেছে,

অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য :-

(i) জমি অত্যন্ত সুলভ এবং কৃষিক্ষেত্রগুলি ও বিশাল মাপের, যার ক্ষেত্রফল 300 থেকে 400 হেক্টরের মধ্যে থাকে,

(ii) জমির ব্যবহার যোগ্যতা বাড়াতে উপযুক্ত শস্যম ভূমিব্যবহারে পদ্ধতি প্রচলিত যাতে পতিত জমিকেও আবাদি জমিতে পরিনত করা যায়,

(iii) উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার বেশি এবং কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক মাত্রায় যান্ত্রিকীকরন,

(iv) গম চাষের ক্ষেত্রে উচ্চ ফলনশীল বীজের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়,

(v) মাথাপিছু শস্য উৎপাদনের পরিমান কম হলেও অভ্যন্তরীন চাহিদা মিটিয়েও প্রচুর উদ্বৃত্ত থাকে,

(vi) মূলত রপ্তানী বা বানিজ্যের উদ্দেশ্যেই শস্য উৎপাদন করা হয়,

(vii) উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা বাজার ও খামারের মধ্যে দ্রুত যোগাযোগ স্থাপন করে এবং সংগ্রহ মূল্য ও বিক্রয়মূল্য সরকারি নীতি দ্বারা প্রভাবিত,

(viii) নির্দিষ্ট শস্য উৎপাদনে বিশেষীকরন বা বিশেষায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়, তাই কৃষিব্যবস্থা মূলত একফসলি,

(ix) শস্যের উৎপাদন ব্যয় ও বিক্রয়মূল্য যথেষ্ট কম হওয়ায় অতিঅত্যন্ত লাভজনক প্রাথমিক অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ,

সামাজিক বৈশিষ্ট্য :—

(i) অত্যন্ত আধুনিক ও নবীন কৃষিব্যবস্থা,

(ii) মাথাপিছু জমির পরিমান বেশি হওয়ায় কৃষকের আয় বেশি, তাই অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়,

(iii) কৃষকেরা অত্যন্ত শিক্ষিত এবং এইসব স্থানে প্রায় 100% কৃষকই সাক্ষর, তাই আধুনিক সমাজব্যবস্থা ও পরিবর্তনশীল হয়,

Scanned with CamScanner

Characteristics of Agrarian Society in India:-

কৃষিকে কেন্দ্র করে যে সমাজে মানুষের মূল অর্থনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টা পরিচালিত হয়, তাকে কৃষিসমাজ (Agricultural society) বলা হয়, ভারত কৃষির উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠা বিকাশশীল একটি দেশ, ভারতের অধিকাংশ গ্রামগুলি কৃষিভিত্তিক, ভারতীয় গ্রামের অধিবাসীরা কৃষির উপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করে এবং জীবনসংগ্রাম চালিয়ে যায়, তবে ভারতীয় গ্রামগুলি কৃষি ছাড়াও অন্যান্য প্রাথমিক কার্যাবলী যেমন- পশুচারণ, মৎস্যচাষ, বনজসম্পদ আহরণ প্রভৃতির প্রভাব লক্ষণীয়,

জেনে রাখো:- কৃষি অর্থনীতি: কৃষিকাজের উপর নির্ভর করে যে অর্থনীতি পরিচালিত হয়, তাকে কৃষি অর্থনীতি বলে, কৃষিই পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের বা অধিকাংশ মানুষের জীবিকা এবং জাতীয় অর্থনীতির মূলভিত্তি,

ভারতীয় কৃষিসমাজের যেসব বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়, সেগুলি হল —

① **কৃষিবৃত্তি:-** ভারতীয় গ্রাম্যবসতির সদস্যগন মূলত কৃষিজীবী, কৃষিকাজই প্রধান জীবিকা,

② **যৌথ পরিবার ব্যবস্থা:-** ভারতীয় গ্রাম্যবসতির পরিবারগুলিতে অন্ন সংস্থানের মূল উৎস কৃষিকাজ হওয়ায় যৌথ পরিবার ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়,

③ **সমষ্টিগত চেতনা:-** গ্রামীন বসতির প্রতিটি সদস্যের মধ্যে একটি ঐক্যবোধ থাকে, তারা প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে চেনে এবং জানে, তাদের সামাজিক প্রথা, রীতিনীতি, প্রভৃতি প্রায় অভিন্ন,

④ **সরলতা:-** গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীরা স্বভাবত সহজসরল এবং তাদের আচরণ, স্বতঃস্ফূর্ত ও কৃত্রিমতাবর্জিত,

⑤ **ধর্মভীরু:-** ভারতীয় গ্রাম্যবসতির অধিবাসীগন ধর্মভীরু হয়, বিভিন্ন দেবদেবী ও আচার-অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করেই তাদের জীবনযাত্রা আবর্তিত হয়,

⑥ **দারিদ্র্যতা:-** ভারতীয় গ্রাম্য অধিবাসীরা অত্যন্ত গরীব হওয়ায় দারিদ্র্যতা এদের নিত্যসঙ্গী, এদের দৈনিক আয় অত্যন্ত কম হওয়ায় এদের খাদ্য, পোষাক ও বাসস্থান অনুন্নত ধরনের হয়,

⑦ **অশিক্ষিত সমাজ:-** ভারতের গ্রামীন বসতিগুলিতে নিরক্ষরতার হার অত্যন্ত বেশি, অশিক্ষা ও অজ্ঞতা ভারতীয় কৃষিসমাজের একটি বড়ো সমস্যা,

⑧ **রক্ষনশীল সমাজ:-** রক্ষনশীল জনসমাজ ভারতীয় গ্রাম্যবসতির একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য, সনাতন প্রথা ও ঐতিহ্যের সাথে গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনযাত্রা ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সামাজিক কোনো পরিবর্তনকে এরা সহজে স্বীকার করতে পারে না, উল্টে এর বিরোধীতা করে,

⑨ **বৃত্তিগত বিন্যাস:-** কৃষিভিত্তিক সমাজে চাষবাসের সাথে সাথে অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধির জন্য পশুপালন, মৎস্যচাষ, ও অন্যান্য সহযোগী পেশা গ্রহন করে থাকে, এটা বর্তমান কৃষিভিত্তিক সমাজের বৈশিষ্ট্য,

⑩ **একাত্মবোধ:-** সমাজ মধ্যস্থ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ঐক্য ও সংহতির অস্তিত্ব তথা আত্মবোধ গড়ে ওঠে,

তবে বর্তমানে আধুনিক কৃষিসমাজ ব্যবস্থায় শিল্পায়ন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অত্যাধিক প্রয়োগ প্রভৃতি এই সমাজের ব্যাপক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে,

জেনেরাখো:- মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী C. H. Cooley 1901 সালে প্রকাশিত তাঁর "Social Organisation" গ্রন্থে বলেছেন, মানবগোষ্ঠীর মধ্যে সবার আগে পারস্পারিক একাত্মতা (mutual identification) তৈরী হয়, ফলে গোষ্ঠীর মধ্যে যেমন পেশার ভিত্তিতে সমষ্টির তৈরী হয়, তেমনি সমগ্রের মধ্যে ব্যক্তি মিশে যায়, Cooley একেই "Fusion of Individualities in Common Whole" বলেছেন,

⑤ Industrial & Urban Society

শিল্প ও নগর সমাজ

আধুনিক শিল্পভিত্তিক সমাজ কারিগরি প্রকৌশল, শিক্ষা, বিজ্ঞানচর্চা উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং অতি আধুনিক ইলেকট্রনিক্স সংযোগ বন্দোবস্তের উপর নির্ভরশীল, শিল্পবিপ্লবের পর থেকে শিল্পভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠা শুরু হয়, উন্নত ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির বৈপরীত্য ও মেরুকরণ এই সমাজ ব্যবস্থার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য, পারিবেশগত নিয়ন্ত্রণের প্রভাব এই সমাজের উপর বিশেষত উন্নত দেশগুলিতে তত প্রকট নয়, কৃষি শিল্প এবং ব্যবসাবাণিজ্য - অর্থনীতির এই তিনটি প্রধান অঙ্গ একে অপরের পরিপূরক অবস্থায় আধুনিক শিল্পভিত্তিক সমাজ গড়ে উঠতে সাহায্য করেছে,

> **মনে রাখো: Urban Society:** অতি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ সমাজ যেখানে অধিকাংশ সদস্য দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত নগরে বসবাসকারী জনসাধারণ নগর সমাজ গঠন করে,

☑ Characteristics of Modern Urban - Industrial society:

শিল্প সমাবেশ ও নগরায়নের ফলে শহর বা শিল্পকেন্দ্রে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও সংস্কৃতির মানুষের সমাবেশ ঘটে, ফলে তাদের পরস্পরের মধ্যে সংস্কৃতির সংযোগ ও আদানপ্রদান এবং পারস্পরিক কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে এক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠে, একে শহুরে শিল্পসমাজ বা Urban Industrial society বলে, এই সমাজের বৈশিষ্ট্যগুলি হল —

① **উন্নত সমাজ ব্যবস্থা:** — শহরে অধিক জীবিকার সুযোগ থাকায় বিভিন্ন সংস্কৃতি সম্পন্ন মানুষের আগমন ঘটে, সমাজে নতুন নতুন রীতি নীতি, আচার - আচরণ তৈরী হয় এবং এর ফলে সমাজব্যবস্থা উন্নত হয়,

② **মিশ্র জনসম্প্রদায়, মিশ্র সংস্কৃতি:** —
শিল্প সমাগমের কারণে শহরতলির মানুষ কর্মসংস্থানের জন্য শহরে বসবাস শুরু করে, এর ফলে মিশ্র সম্প্রদায়ের লোকজন মিশ্রসংস্কৃতি গড়ে তোলে,

③ **বহুমুখী উৎপাদন ব্যবস্থা:** -
শহরে অধিক শিল্প কারখানা থাকায় বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যাদি উৎপাদন করা হয়, এছাড়া শহরে সেবামূলক কার্যাবলীরও প্রাধান্য দেখা যায়, তাই উৎপাদনে ভিন্নতা দেখা যায়,

④ **মজবুত অর্থনৈতিক কাঠামো:** —
জনগন আর্থিক দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ায় এই সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোও মজবুত হয়, উৎপাদন, বন্টন ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নতুন নতুন ব্যবস্থা দেখা যায়,

⑤ **শ্রমবিভাজন:** - আধুনিক শিল্পসভ্যতায় শ্রমবিভাজন দেখে পড়ার মতো উৎপাদন ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন ঘটে যাওয়ার ফলে ব্যাপকভাবে শ্রমবিভাজন সৃষ্টি হয়, তাই সমাজে শ্রমিক শ্রেণি, ব্যবসায়ী প্রভৃতি শ্রেণীর সৃষ্টি হয়,

⑥ **শ্রেণিবৈষম্য:** — শ্রমবিভাজনের ফলে সৃষ্টি হয় শ্রেণিবৈষম্য, বর্তমানে শ্রমিক - মালিক অসন্তোষ নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা,

⑦ **পরিবর্তনশীল সামাজিক পরিকাঠামো:** —
শিল্পকেন্দ্রিক শহুরে সমাজ শিল্পায়ন ও শিল্পের বিকাশের জন্য সমাজের পূর্ব প্রচলিত আচার - আচরণ ও প্রথাকে দ্রুত পরিবর্তন করতে পারে,

⑧ **উপ-সংস্কৃতি:** - শ্রমবিভাজনের ফলে বিভিন্ন শ্রেণিবোধের সৃষ্টি হয়, এই সমাজব্যবস্থায় পুঁজিবাদী শ্রেণী সংঘাতের ফলে বিভিন্ন উপসংস্কৃতির জন্ম হয়,

⑨ **আত্মকেন্দ্রীক সমাজ:** — এই সমাজব্যবস্থা অত্যন্ত স্বার্থকেন্দ্রিক ও আত্মকেন্দ্রীক, এখানে 'we feeling' এর পরিবর্তে 'I feeling' লক্ষ্য করা যায়,

Scanned with CamScanner

(10) সমাজে মানুষের স্থান:- মানুষের মর্যাদা ও স্থানের কার্যেরভিত্তিতে না হয়ে অর্থের ভিত্তিতে হয়ে থাকে,

(11) সমাজে নারীর স্থান:- নারী স্বাধীনতা এই সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য,

(12) অপরাধপ্রবণতা:- সমাজব্যবস্থা, উন্নত হবার সাথে সাথে চুরি, ডাকাতি, খুন, ধর্ষন, অপহরণ, ড্রাগস, মাদকাসক্তি, জালিয়াতি প্রভৃতি অপরাধবৃদ্ধি করতে থাকে,

(13) রাজনীতির প্রভাব:- শিল্প শহরের সমাজ ও সংস্কৃতিতে রাজনীতি অনেকখানি প্রভাবিত করে, শহরের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা বিভিন্ন ক্ষেত্রের রাজনীতির আশ্রয় নিয়ে থাকেন, ফলে শহরের ও সংস্কৃতি প্রভাবিত হয়,

II Evolution of Industrial Society (শিল্প সমাজের বিবর্তন):

আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সাথে শিল্পসমাজের বিবর্তন ঘটে চলেছে, যেমন—

① প্রাচীন সমাজব্যবস্থা:-

⇒ কৃষিভিত্তিক শিল্পের প্রাধান্য,
⇒ কুটির শিল্পভিত্তিক এবং দক্ষতা ও শ্রমনৈপুন্য নির্ভর,
⇒ মূলধনের প্রয়োজন সামান্য,

② প্রথাগত সমাজব্যবস্থা:-

⇒ শিল্প ব্যবস্থা মূলত কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প নির্ভর,
⇒ শ্রমনৈপুন্যের পাশাপাশি যন্ত্র ও প্রযুক্তির ব্যবহার,
⇒ মূলধন স্বল্প থেকে মাঝারি,

③ আধুনিক সমাজব্যবস্থা:-

⇒ শিল্প অর্থনীতির সর্বোচ্চস্তর,
⇒ ক্ষুদ্রায়তন ও বৃহদায়তন শিল্পের বিকাশ
⇒ উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর শিল্পব্যবস্থা,
⇒ মূলধন ও আধুনিক যন্ত্রপাতি নির্ভর,
⇒ শিল্পে উচ্চ বিনিয়োগ প্রয়োজন,

III Influence of Industrial Economy (শিল্প অর্থনীতির প্রভাব):-

কোনো বস্তু বা কাঁচামালকে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় রূপান্তরের মাধ্যমে ব্যবহারের উপযুক্ত করে তোলাকে শিল্প বা প্রশাসনিক শিল্প বলে এবং এরূপ শিল্প নির্ভর অর্থনীতিকে শিল্প অর্থনীতি বলে, এর প্রভাব গুলি হল—

① উন্নতর জীবনযাত্রা ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি:-

শিল্পায়নের ফলে কাজের সৃষ্টি হয় এবং জীবনযাত্রার মানের উন্নতি ঘটে, উৎপন্ন দ্রব্য ক্রয়, বিক্রয় ও রপ্তানীর সুযোগ বৃদ্ধি পায়, এর ফলে জাতীয় আয় তথা মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পায়,

② জীবিকার পরিবর্তন:- শিল্পায়নের ফলে বহু জনগন প্রাথমিক ক্রিয়াকলাপ ছেড়ে শিল্প সংশ্লিষ্ট কাজকর্মে নিযুক্ত হওয়ায় তাদের জীবিকার পরিবর্তন ঘটে,

③ শিক্ষার মনোন্নয়ন:- শিল্প অর্থনীতি বসবাসের পরিকাঠামোগত উন্নতি ঘটায়, রাস্তাঘাটের উন্নতির পাশাপাশি বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় গড়ে ওঠে, ফলে সার্বিক শিক্ষার মনোন্নয়ন ঘটে,

④ জমির সংকোচন:- উন্নত শিল্পাঞ্চলগুলিতে শিল্প এলাকার সম্প্রসারনের ফলে জমির ক্রমশ সংকোচন ঘটতে দেখা যায়, তবে এই সম্প্রসারনের সুযোগ যদি সীমিত হয়, শিল্প অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়,

⑤ জনসংখ্যা বৃদ্ধি: শিল্প অর্থনীতি প্রচুর কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করে বলে ওই অঞ্চলে প্রচুর মানুষের পরিব্রাজন ঘটে, এর ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়,

Scanned with CamScanner

⑥ ভূমির ব্যবহারের পরিবর্তন:- একটি শিল্প এলাকা সৃষ্টি হয়, যাকে ঘিরে থাকে শ্রমিক বসতি, অনেক স্থানে জলাভূমি ভরাট করে সৃষ্টি হয় কলকারখানা কিংবা রাস্তাঘাট।

⑦ নগরায়ন: শিল্প অর্থনীতি যত সমৃদ্ধ হয় নগরায়নের সুযোগ-সুবিধা ততো বৃদ্ধি পায়।

মনে রাখো:- Civil Society (সভ্যসমাজ):

সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে নিত্যনতুন রীতিনীতি, পদ্ধতি, আর্থিক ক্রিয়াকলাপ গ্রহণ করে যে সমাজ গড়ে ওঠে তাকে সভ্যসমাজ (Civil society) বলে। এই সমাজ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও শিল্পে উন্নত হয়। সাধারণত নগরীয় সমাজ (Urban Society) উচ্চ শ্রেণীর সভ্য সমাজের উদাহরণ।